



সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

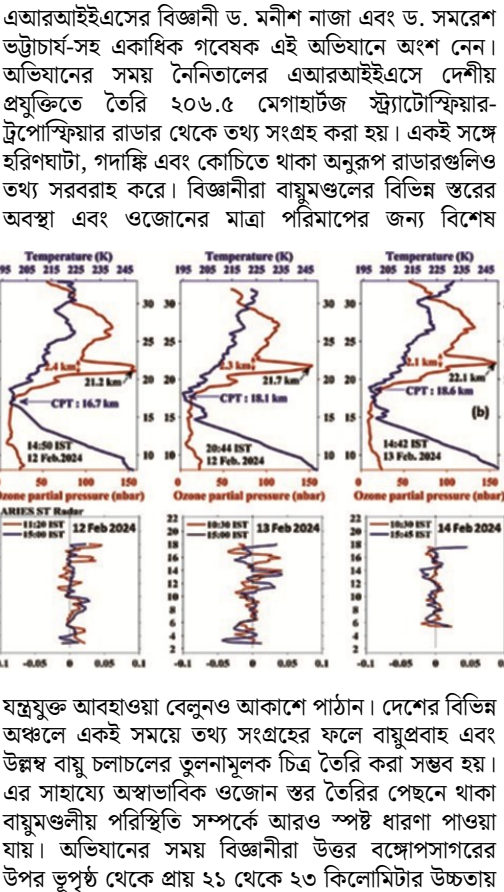
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, অষ্টদশ সংখ্যা, মঙ্গলবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ২৫, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ১১



আকাশে অতিঘন ওজোন স্তর

উত্তর বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সফল গবেষণা

কলকাতা: উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে অস্বাভাবিক মাত্রায় ওজোনের উপস্থিতির সন্ধান পেয়েছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বায়ুপ্রবাহ কীভাবে ওজোনকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিবহণ করে, এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার সেই প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে নতুন তথ্য দিয়েছে। সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবজগতকে সুরক্ষা দেয় ওজোন স্তর। সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় ওজোনের ঘনত্ব সর্বাধিক থাকে। ভারতের উপর দিয়ে বিস্তৃত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন ও গতিশীল প্রক্রিয়ার প্রভাবে কীভাবে ওজোনের বণ্টন পরিবর্তিত হয়, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চালিয়ে আসছেন বিজ্ঞানীরা। এই গবেষণায় দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের অধীন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান আর্ঘভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব অবজারভেশনাল সায়েন্সেস (এআরআইইএস)। দেশজুড়ে স্থাপিত বায়ুমণ্ডলীয় রাডার, আবহাওয়া বেলুন, উপগ্রহ এবং উন্নত বায়ুমণ্ডলীয় মডেল থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে পৃথিবীর উপরিস্তরে ওজোনের গতিবিধির একটি বিশদ চিত্র তৈরি করা হয়। গবেষণার ফলাফল আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়নের সাময়িকী *আর্থ অ্যান্ড স্পেস সায়েন্সেস*-এ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ভারতীয় উপক্রান্তীয় অঞ্চলের শীতকালীন বায়ুমণ্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক ওজোনের পুনর্বণ্টনের পরিমাণগত পরীক্ষামূলক প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণাটি নেটরাড-আসমা কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়। দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সংঘটিত জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে আরও গভীরভাবে বোঝা।



এআরআইইএসের বিজ্ঞানী ড. মনীশ নাজা এবং ড. সমরেশ ভট্টাচার্য-সহ একাধিক গবেষক এই অভিযানে অংশ নেন। অভিযানের সময় নৈনিতালের এআরআইইএসে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ২০৬.৫ মেগাহার্টজ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার-ট্রপোস্ফিয়ার রাডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে হরিণঘাটা, গদাঙ্কি এবং কোচিতে থাকা অনুরূপ রাডারগুলিও তথ্য সরবরাহ করে। বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা এবং ওজোনের মাত্রা পরিমাপের জন্য বিশেষ অস্বাভাবিকভাবে ঘন একটি ওজোন স্তরের সন্ধান পান। পূর্ব ভারতের উপর সাধারণত যে পরিমাণ ওজোন দেখা যায়, তার তুলনায় এই স্তরে ওজোনের পরিমাণ ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, স্তরটি এক দিনেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী ছিল। এই অস্বাভাবিক ওজোন সঞ্চয়ের কারণ অনুসন্ধানের বিজ্ঞানীরা ওজোন ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী বেলুনের তথ্যের সঙ্গে দেশজুড়ে থাকা রাডার নেটওয়ার্ক, অরা এমএলএস এবং ইনস্যাট-৩ডিআর উপগ্রহের তথ্য এবং উন্নত বায়ুমণ্ডলীয় মডেলের ফলাফল একত্রে বিশ্লেষণ করেন। অস্বাভাবিক ওজোন স্তরটি দিন ও রাত—উভয় সময়েই দেখা যায়। ফলে সূর্যালোক-নির্ভর রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে এর প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। উপগ্রহ থেকেও একই ধরনের অস্বাভাবিক ওজোন বিন্যাস শনাক্ত হয়, যা বেলুন থেকে পাওয়া তথ্যের সমর্থন করে। এরপর বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলীয় পরিচলন, বায়ুর উল্লম্ব স্তরগুলির গতির পার্থক্য, অনুভূমিক বায়ুপ্রবাহ এবং উল্লম্ব বায়ু চলাচলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নিম্ন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে দীর্ঘ সময় ধরে নিম্নমুখী বায়ুপ্রবাহ সক্রিয় ছিল। বিভিন্ন যন্ত্র ও পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য একত্র করে গবেষকদের সিদ্ধান্ত, এই অস্বাভাবিক ওজোন বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল ওজোন-সমৃদ্ধ বায়ুর পরিবহণ, তার পর সেই বায়ুর নিম্নমুখী গতি এবং বায়ুরাশি সংকুচিত হওয়া। অর্থাৎ, ওই অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে বিপুল পরিমাণ ওজোন তৈরি হওয়ার পরিবর্তে অন্য অঞ্চল থেকে ওজোন-সমৃদ্ধ বায়ু এসে জমা হওয়াই ঘটনাটির প্রধান ব্যাখ্যা হিসেবে উঠে এসেছে। এই গবেষণা একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলীয় গবেষণা পরিকাঠামোর সমন্বিত পর্যবেক্ষণের গুরুত্বও তুলে ধরেছে। বিশেষ করে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার-ট্রপোস্ফিয়ার রাডার ভারতের গবেষণায় অবদান রেখেছে।

ভারত-মরিশাস সামরিক সাহায্যে জোর কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি: ভারত ও মরিশাসের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সামুদ্রিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চার দিনের সরকারি সফরে মরিশাসে গেলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন। ১০ থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত এই সফরে তিনি মরিশাস সরকারের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সামরিক সহযোগিতার মতো পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার মরিশাসের সঙ্গে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ভারতের। নৌপ্রধানের এই সফর সেই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে কার্যকরী পর্যায়ে যোগাযোগ ও সমন্বয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ভারত-মরিশাস কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যেও এই সফরের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনী এবং মরিশাসের ন্যাশনাল কোস্ট গার্ডের মধ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ বিনিময় ও বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী সহযোগিতা চলে। দুই দেশ যৌথভাবে এক্সকুসিভ *দ্বিতীয় পাতায়*

অরণ্যে আগ্রাসী উদ্ভিদ রোধ

বিদেশী প্রজাতির নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

নয়াদিল্লি: সংরক্ষিত অরণ্য ও অন্যান্য সুরক্ষিত বনাঞ্চলে আগ্রাসী বিদেশি উদ্ভিদ প্রজাতির বিস্তার নিয়ন্ত্রণে নজরদারি ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করছে সরকার। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক এবং তার অধীনস্থ সংস্থাগুলি নিয়মিতভাবে আগ্রাসী বিদেশি উদ্ভিদ প্রজাতি চিহ্নিত ও পর্যবেক্ষণ করছে। বনাঞ্চলের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা এবং দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতির পুনরুদ্ধারই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতি চিহ্নিত করার জন্য ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এফএসআই) ৪৫টি প্রধান আগ্রাসী প্রজাতিকে নিয়ে একটি পৃথক তালিকা ও অ্যালবাম রক্ষা এবং দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতির পুনরুদ্ধারই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতি চিহ্নিত করার জন্য ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এফএসআই) ৪৫টি প্রধান আগ্রাসী প্রজাতিকে নিয়ে একটি পৃথক তালিকা ও অ্যালবাম রক্ষা এবং দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতির পুনরুদ্ধারই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

আগ্রাসী প্রজাতিগুলির একটি বিস্তৃত রাজ্যভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করেছে। তালিকাটি ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি অথরিটি (এনবিএ)-র কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে আগ্রাসী প্রজাতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতি অপসারণ এবং তার পরিবর্তে দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতির চাষ ও পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ওপর ন্যস্ত। স্থানীয় পরিবেশগত পরিস্থিতি এবং অনুমোদিত বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিধান অনুযায়ী এই কাজ পরিচালিত হয়। কেন্দ্র সরকার একই সঙ্গে দেশীয় ও স্থানীয় বৃক্ষপ্রজাতির সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন এবং বনভূমির পরিবেশগত সমৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছে। জাতীয় বননীতি, ১৯৮৮-তে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার এবং দেশীয় প্রজাতির মাধ্যমে বনসৃজন ও পুনরুজ্জীবনের সাহায্যে বন ও বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং প্ল্যান কোড, ২০২৩-এ বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আগ্রাসী প্রজাতির ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমির পুনরুদ্ধার, মাটি ও জল সংরক্ষণ, জলাধারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেশীয় প্রজাতিকে পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্ধার কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেওয়া। দেশীয় উদ্ভিদের পুনরুদ্ধার ও আগ্রাসী প্রজাতি নিয়ন্ত্রণের এই সমন্বিত পদ্ধতি মাটিতে আর্দ্রতা ধরে রাখা, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ, জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং

সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সহনশীলতা বাড়াতোে সহায়ক হবে বলে সরকার মনে করছে। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। সরকারের বক্তব্য, বন সংরক্ষণকে শুধু বৃক্ষরোপণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে স্থানীয় প্রজাতির পুনরুদ্ধার, আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তুতন্ত্রের সামগ্রিক ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে যুক্ত করাই ভবিষ্যতের বন ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বনভূমির স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতির উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দেশীয় উদ্ভিদ শুধু বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে না, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাটি, জল, প্রাণী এবং অন্যান্য উদ্ভিদ প্রজাতির সঙ্গে দীর্ঘদিনের পারস্পরিক সম্পর্কের অংশ হিসেবেও কাজ করে। অন্যদিকে, আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার স্থানীয় উদ্ভিদের পুনর্জন্মে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং বনভূমির স্বাভাবিক গঠন ও পরিবেশগত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে আগ্রাসী প্রজাতি চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাদের বিস্তারের মাত্রা নির্ধারণ এবং স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে শুধুমাত্র আগ্রাসী উদ্ভিদ অপসারণ নয়, অপসারণের পর সংশ্লিষ্ট এলাকায় দেশীয় প্রজাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘমেয়াদি নজরদারির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে বনাঞ্চলের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা আরও শক্তিশালী হবে ও ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত চাপ মোকাবিলায় সক্ষমতাও বাড়বে।

ই-ভিসায় ভারতে প্রবেশের সুযোগ আরও বাড়ল; যুক্ত ১১টি বন্দর

নয়াদিল্লি: ই-ভিসাধারী বিদেশি নাগরিকদের ভারতে প্রবেশের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করল কেন্দ্র সরকার। নতুন করে ১১টি আন্তর্জাতিক বন্দরকে ই-ভিসাধারীদের প্রবেশের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নয়টি স্থলবন্দর এবং দুটি বিমানবন্দর। এর ফলে ই-ভিসাধারী বিদেশি নাগরিকদের জন্য ভারতে প্রবেশের অনুমোদিত আন্তর্জাতিক বন্দরের মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৮টি। কেন্দ্রের দাবি, নতুন আন্তর্জাতিক বন্দরগুলিকে ই-ভিসা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার ফলে ভারতের বৈদ্যুতিন ভিসা ব্যবস্থার আকর্ষণ ও ব্যবহারিক সুবিধা আরও বাড়বে। বর্তমানে প্রায় ৯৫ শতাংশ ই-ভিসার আবেদন ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। বিদেশি পর্যটক ও অন্যান্য বৈধ ভ্রমণকারীদের জন্য ভিসা ব্যবস্থাকে আরও সহজ, দ্রুত ও প্রযুক্তিনির্ভর করার বৃহত্তর উদ্যোগেরই অংশ এই সম্প্রসারণ। নতুন করে যুক্ত হওয়া স্থলবন্দরগুলির মধ্যে রয়েছে আগরতলা, দাররাঙ্গা, গেদে, ঘোজাডাঙা, হরিদাসপুর, জয়গাঁও, দাওকি, মোরে এবং আটারি (সড়ক)। পাশাপাশি ভোপাল ও তিরুপতি বিমানবন্দরকে নতুন আন্তর্জাতিক প্রবেশদ্বার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন সংযোজনের পর ই-ভিসাধারী বিদেশি নাগরিকদের প্রবেশের জন্য অনুমোদিত ৮৮টি আন্তর্জাতিক বন্দরের মধ্যে রয়েছে ৩৭টি বিমানবন্দর, ৩৮টি সমুদ্রবন্দর এবং ১৩টি স্থলবন্দর। ফলে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ই-ভিসা ব্যবস্থার ব্যবহার আরও বিস্তৃত হয়েছে। ই-ভিসা ব্যবস্থা ভারতে প্রথম চালু হয় ২০১৪ সালে, তখন ৪৩টি দেশের নাগরিকদের জন্য এই সুবিধা উপলব্ধ ছিল। বর্তমানে ১৭২টি দেশের নাগরিক এই সুবিধা

নিতে পারেন। পর্যটন ও অন্যান্য বৈধ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভিসা প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার পাশাপাশি দেশের ডিজিটাল পরিকাঠামোর ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রেও ই-ভিসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে ই-ভিসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ১৭টি উপশ্রেণি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পর্যটন, পর্বতারোহণ, ব্যবসা, চিকিৎসা, শিক্ষার্থী, ট্রানজিট, বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য ভিসা এবং ক্রুজে আগত পর্যটকদের জন্য গোষ্ঠীভিত্তিক ডিজিটর ভিসা। ব্যবসায়িক ও চিকিৎসা ভিসার ক্ষেত্রেও একাধিক উপশ্রেণি চালু রয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, ভারতের ভিসা ব্যবস্থাকে আরও উদার, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে গত কয়েক বছরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বৈধ বিদেশি পর্যটক ও অন্যান্য ভ্রমণকারীদের সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করাও এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতে ইস্যু হওয়া মোট ভিসার প্রায় ৭৮ শতাংশই ইলেকট্রনিক ভিসা। নতুন ১১টি আন্তর্জাতিক প্রবেশপথ যুক্ত হওয়ার ফলে পর্যটন, ব্যবসা, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং অন্যান্য বৈধ আন্তর্জাতিক যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভারতের সফল বিদেশের যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে মনে করাচ্ছে কেন্দ্র। সব মিলিয়ে, ই-ভিসা ব্যবস্থার ক্রমাগত সম্প্রসারণ ভারতের ভিসা ব্যবস্থাকে কাগজপত্রনির্ভর প্রক্রিয়া থেকে আরও দ্রুত ও ডিজিটাল পরিষেবা ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্তর্জাতিক প্রবেশপথের পরিধি বাড়িয়ে পর্যটন ও বৈধ আন্তর্জাতিক যাতায়াতের সম্ভাবনা বিস্তৃতির পথে এগোচ্ছে ভারত।

সম্পাদকীয়

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয়; এর মধ্যে নিহিত রয়েছে ভারতের বহুশতাব্দীর সাংস্কৃতিক স্মৃতি, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব এবং সামাজিক ইতিহাস। অথচ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের একটি বড় অংশের কাছে এই ঐতিহ্য ক্রমশ দূরের বিষয় হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুলশিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্যকে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার কেন্দ্রের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ শিক্ষাকে শিল্পনির্ভর, অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং বহুবিষয়ক করে তোলার কথা বলেছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্যের সংযোগ যথেষ্ট স্বাভাবিক। সেন্টার ফর কালচারাল রিসার্সেস অ্যান্ড ট্রেনিং-এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ, সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ‘কলা ধরীহর’ কর্মসূচি এবং প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাংস্কৃতিক বৃত্তি—এই উদ্যোগগুলি সেই দিকেই একটি কাঠামোবদ্ধ পদক্ষেপ। বিশেষ করে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিক্ষার্থীদের জন্য কালচারাল ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রতিভা চিহ্নিত করার সবচেয়ে কার্যকর সময়গুলির একটি হল শৈশব। অর্থনৈতিক কারণে কোনও প্রতিভাবান শিশু যেন প্রশিক্ষণ থেকে বাদ না পড়ে, সেই লক্ষ্যেও বৃত্তি ও শিক্ষকের ফি ফেরতের ব্যবস্থা তাৎপর্যপূর্ণ। তবে শুধু বৃত্তি বা বিচ্ছিন্ন কর্মশালা দিয়ে শাস্ত্রীয় নৃত্যের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা সম্ভব

নয়। প্রয়োজন ধারাবাহিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নৃত্যশিক্ষা। দেশের স্কুলগুলিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষক, উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকেও গুরুত্ব দিতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি তার বহুত্বে—কথক থেকে ভরতনাট্যম, ওড়িশি থেকে কুচিপুড়ি, মণিপুরী থেকে মোহিনীয়াট্টম; পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের লোকনৃত্যও এই সাংস্কৃতিক পরিসরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানেই সরকারি উদ্যোগের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ। শাস্ত্রীয় নৃত্যকে যেন কেবল মঞ্চের আনুষ্ঠানিক পরিবেশনা বা বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আটকে না রাখা হয়। শিক্ষার্থীদের নৃত্যের ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব, সংগীত এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া দরকার। প্রযুক্তিকেও এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিজিটাল আর্কাইভ, উচ্চমানের পরিবেশনার নথি, অনলাইন প্রশিক্ষণ এবং আঞ্চলিক শিল্পীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুযোগের ব্যবধান কমানো সম্ভব। পরিসংখ্যানও দেখাচ্ছে, সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ একেবারে ক্ষীণ নয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যে সিসিআরটির বৃত্তিপ্রাপকের সংখ্যা ২০২১-২২ সালের ২২৫ থেকে ২০২৫-২৬ সালে বেড়ে ৩১৩ হয়েছে। একই সঙ্গে শিল্পীদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে হবে। তরুণ শিল্পীদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের বৃত্তি সেই বৃহত্তর ব্যবস্থার একটি অংশ হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা রোধে বহুমুখী উদ্যোগ

নয়াদিিল্লি: দেশে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ঘটনা মোকাবিলায় মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, কাউন্সেলিং, র‍্যাগিং প্রতিরোধ, শিক্ষাগত চাপ কমানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার কারণ একমাত্র শিক্ষাগত চাপ নয়; পেশা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ, একাকিত্বের অনুভূতি, নির্যাতন, হিংসা, পারিবারিক সমস্যা, মানসিক সমস্যা, মাদকাসক্তি, আর্থিক ক্ষতি এবং দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক যন্ত্রণার মতো একাধিক কারণ এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। জাতীয় অপরাধ নথি ব্যুরো বা এনসিআরবি পুলিশের নথিভুক্ত আত্মহত্যার ঘটনাগুলির ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্যের বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয় ‘অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথস অ্যান্ড সুইসাইডস ইন ইন্ডিয়া’ (এডিএসআই) প্রতিবেদনে। সেখানে বছরভিত্তিক, রাজ্যভিত্তিক, লিঙ্গ ও বয়সের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার তথ্যও প্রকাশ করা হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিক্ষা মন্ত্রক ‘মনোদর্পণ’ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যদের মানসিক ও আবেগগত সুস্থতার জন্য বিভিন্ন পরিষেবা চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষিত কাউন্সেলরের মাধ্যমে জাতীয় টোল-ফ্রি হেল্পলাইন, নিয়মিত সরাসরি ‘সহযোগ’ অনুষ্ঠান এবং ‘পরিচী’ শীর্ষক ওয়েবিনার। মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য এই অনুষ্ঠানগুলি সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানগুলি পিএম ই-বিদ্যা চ্যানেলে সম্প্রচারের পাশাপাশি ‘এনসিইআরটি অফিসিয়াল’ ইউটিউব চ্যানেলেও পাওয়া যায়। স্কুলস্তরেও কাউন্সেলিং ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সিবিএসই-র অধিভুক্ত প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে কাউন্সেলর ও ওয়েলনেস শিক্ষক নিয়োগের বিধান রয়েছে। নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির অধীন প্রতিটি জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা কাউন্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত দেশের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়গুলিতে চুক্তিভিত্তিক মোট ৮৩০ জন কাউন্সেলর নিযুক্ত হয়েছে।

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতেও আপাতত চুক্তিভিত্তিক কাউন্সেলর নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মানসিক চাপ মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য জাতীয় আত্মহত্যা প্রতিরোধ কৌশল সংক্রান্ত পরামর্শ জারি করে। একই বছরের ১৩ এপ্রিল জারি করা নির্দেশিকায় শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা ও খেলাধুলার প্রসার, শিক্ষাগত ও সহপাঠীজনিত চাপ মোকাবিলা, আচরণগত সমস্যা, মানসিক চাপ, পেশাগত উদ্বেগ ও বিষম্বতা মোকাবিলা এবং ইতিবাচক চিন্তা ও আবেগের বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়। র‍্যাগিং প্রতিরোধেও ইউজিসি একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ২১টি ভাষায় প্রচার চালানোর পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার জাতীয় অ্যান্টি-র‍্যাগিং হেল্পলাইন, কর্মশালা ও সেমিনার, প্রতিষ্ঠানের প্রসপেক্টাসে র‍্যাগিংয়ের কঠোর পরিণতি উল্লেখ এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি বছর অনলাইন অঙ্গীকার গ্রহণের মতো ব্যবস্থা চালু রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে অ্যান্টি-র‍্যাগিং পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও আবেগগত সুস্থতার জন্য শিক্ষা মন্ত্রক ২০২৩ সালের জুলাইয়ে একটি পৃথক কাঠামোগত নির্দেশিকা জারি করে। এতে নিয়মিত কাউন্সেলিং, মানসিক বিপর্যয়ের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্তকরণ, আত্মহত্যা প্রতিরোধের মানসম্মত কার্যপদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহায়তা নেটওয়ার্ক এবং শক্তিশালী অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়মিতভাবে নিজদের ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতাও পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে। কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলিতেও শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে শিক্ষা মন্ত্রকের জারি করা কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকায় কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা, স্বচ্ছ ফি কাঠামো, ব্যাচ বিভাজন নিষিদ্ধ করা এবং শিক্ষাগত চাপ বাড়ায় এমন বিভিন্ন পদ্ধতির বিরুদ্ধে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে।

হরমুজে ফের উত্তেজনা

নয়াদিিল্লি: হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া নিয়ে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ার মধ্যেই সংঘাতের কূটনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে বলেন, যুদ্ধ, হামলা এবং বিক্ষোভে নিহত বা গুরুতর আহত মানুষের জন্য তেহরানকে মূল্য দিতে হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের সমস্ত আলোচনায় এই ক্ষতিপূরণের দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর আন্তর্জাতিক বাজারেও তার প্রভাব পড়ে। এর আগে ইরানের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণসহ একাধিক শর্ত পূরণের দাবি ওঠার পর যে তেলের দাম বাড়ছিল, ট্রাম্পের বক্তব্যের পর সেই উধ্বর্গতি আরও তীব্র হয়। সোমবার ১৭২০ জিএমটি-তে ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ৪.২৫ শতাংশ বেড়ে যায়। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, ইরানকে বিভিন্ন সংঘর্ষ ও হামলায় নিহত মানুষের পরিবারকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তিনি বিশেষভাবে কয়েক লক্ষ বিক্ষোভকারীর পরিবারের কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি ২০০০ সালের ইউএসএস কোল হামলায় নিহত ১৭ মার্কিন নৌসেনার পরিবারের জন্যও ইরানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তিনি। যদিও ওই হামলার জন্য ইরান নয়, আল-কায়দাকে দায়ী করা হয়েছিল। দ্বিতীয় একটি বার্তায় ট্রাম্প লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং গাজায় মানুষের মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির দায়ও ইরানের ওপর চাপান। এর আগে ইরান জানিয়েছিল, ওমানের সঙ্গে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য নতুন পথ নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবে প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার আগে আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং সামরিক হুমকি বন্ধ -সহ একাধিক শর্ত পূরণ করতে হবে বলে জানায় তেহরান।

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণপথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে সংঘাতের আগে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহণ হত। ফলে দীর্ঘদিন ধরে এই জলপথ কার্যত অবরুদ্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে উদ্বেগ বাড়ছে। তেলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির চাপও আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই সোমবার জানান, ওমানের সঙ্গে হরমুজ দিয়ে জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আলোচনা ‘সূষ্ঠু ও গঠনমূলক’ভাবে এগোচ্ছে। নিরাপদ নৌচলাচল, পরিবেশ সুরক্ষা, সামুদ্রিক পরিষেবা এবং অপরাধ দমনের ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এমনকি প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য একটি নতুন পথের মানচিত্র নিয়েও সমঝোতা হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে যৌথ বিবৃতির কিছু প্রযুক্তিগত বিষয় এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অন্যদিকে, আমেরিকা স্পষ্ট করে দিয়েছে, এমন কোনও চুক্তি তারা মেনে নেবে না যাতে হরমুজ প্রণালীর প্রবেশাধিকার ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকে অথবা তেহরান জাহাজ চলাচলের জন্য শুষ্ক আরোপ করতে পারে। ফলে দুই পক্ষের অবস্থানের মধ্যে ফারাক এখনও যথেষ্ট। জুনে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হলেও জুলাইয়ে উপসাগরে ইরানি জাহাজ চলাচলের ওপর ফের অবরোধ আরোপ করে আমেরিকা। ইরান সেই পদক্ষেপকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করে। পাল্টা ইরানও ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে এবং অনুমতি ছাড়া হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করেছে। এর মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ লোহিত সাগরেও উত্তেজনা বাড়িয়েছে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী। সৌদি

আরবের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ঘোষণার পর হুথিদের হামলা অব্যাহত রয়েছে। সোমবার ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীর দাবি, লোহিত সাগরের বন্দরনগরী মোকায় হুথি হামলায় সামরিক কর্মী ও সাধারণ নাগরিক-সহ সাতজন নিহত হয়েছেন। হামলায় অংশ নেওয়া ১১টি হুথি ড্রোনও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে বলে জানিয়েছে ইয়েমেনি সামরিক বাহিনী। ফলে হরমুজ প্রণালী থেকে লোহিত সাগর—মধ্যপ্রাচ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি ও বাণিজ্যপথই এখন গভীর ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে। ইরান-আমেরিকার ক্ষতিপূরণ-দাবির পাল্টাপাল্টি অবস্থান সেই অনিশ্চয়তাকে আরও দীর্ঘায়িত করার আশঙ্কাই বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, ওমানের একটি প্রকৃতি সংরক্ষণ এলাকার কাছে সমুদ্রের তলদেশে আটকে পড়া একটি তেলবাহী জাহাজ থেকে অপরিশোধিত তেল ছড়িয়ে পড়ায় প্রায় ৩৯০ বর্গকিলোমিটার এলাকাভূঁড়ে তেলের আস্তরণ তৈরি হয়েছে। সোমবার ওমান সরকার এই তথ্য জানিয়েছে। ‘ক্যারোলিন বেজেঙ্গি’ নামের ট্যাঙ্কারটিতে প্রায় ১০ লক্ষ ব্যারেল রুশ অপরিশোধিত তেল ছিল। তেলটি এশিয়ার উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গত ৮ জুন ইয়েমেনের উপকূলের কাছে জাহাজটি সমস্যায় পড়ে। সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুটি সূত্রের প্রাথমিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, জাহাজটির ভিতরে কোনও বিস্ফোরণ ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে জাহাজটির ওপর হামলার দায় এখনও কোনও পক্ষ স্বীকার করেনি। ওমান জানিয়েছে, হালানিয়াত দ্বীপপুঞ্জের কাছে ছড়িয়ে পড়া তেল নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ওমানের পরিবেশ কর্তৃপক্ষের বিবৃতি সে দেশের সরকারি সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ জলের

৮৭% সেচেই

ব্যবহৃত হয়

নয়াদিিল্লি: দেশে বছরে মোট ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের পরিমাণ ২৪৭ বিলিয়ন ঘনমিটার। এর মধ্যে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয় প্রায় ২১৫ বিলিয়ন ঘনমিটার, যা মোট উত্তোলনের ৮৭ শতাংশ। অন্যদিকে, পানীয় জল-সহ গার্হস্থ্য কাজে ২৮ বিলিয়ন ঘনমিটার এবং শিল্পক্ষেত্রে ৪ বিলিয়ন ঘনমিটার ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা হয়। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিল। কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল পর্যদ বা সিজিডব্লিউবি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে দেশের ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের গতিশীল মূল্যায়ন করছে। ২০২৫ সালের মূল্যায়ন অনুযায়ী, দেশে বছরে মোট ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণের পরিমাণ ৪৪৯ বিলিয়ন ঘনমিটার, যার মধ্যে উত্তোলনযোগ্য ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের পরিমাণ ৪০৮ বিলিয়ন ঘনমিটার। এর মধ্যে বিভিন্ন কাজে মোট ২৪৭ বিলিয়ন ঘনমিটার জল উত্তোলন করা হয়েছে। তবে ভূগর্ভস্থ জলের মাথাপিছু ব্যবহার এই মূল্যায়নে নির্ধারণ করা হয় না। পরিবর্তে মোট উত্তোলনযোগ্য সম্পদের তুলনায় কতটা জল উত্তোলন করা হচ্ছে, তার ভিত্তিতে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের স্তর নির্ধারণ করা হয়। দেশে এই গড় স্তর ৬০.৬৩ শতাংশ। নয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই হার জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। এগুলি হল পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, চণ্ডীগড় এবং কর্ণাটক। জেলা-ভিত্তিক হিসাবে দেশের ২৮১টি জেলায় ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের স্তর জাতীয় গড়ের বেশি। কেন্দ্রীয় জল কমিশনের ২০২৪ সালের ভারতের জলসম্পদ মূল্যায়ন অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশের আনুমানিক গড় বার্ষিক মাথাপিছু জলপ্রাপ্যতা ছিল ১,৫৭৩.১৯ ঘনমিটার। ফলে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের ব্যবহার, পুনর্ভরণ এবং সংরক্ষণ—তিনটি ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

সামরিক সাহায্যে জোর

প্রথম পাতার বাকি অংশ
ইকোনমিক জোন বা একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) নজরদারি, বন্দর সফর এবং জল-ভৌগোলিক সমীক্ষার মতো কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থায় দুই দেশের পারস্পরিক সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন বহুপাক্ষিক সামুদ্রিক উদ্যোগেও মরিশাস ভারতের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ভারতীয় নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম, মিলান, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ, গোয়া মেরিটাইম কনক্লেভ, আইওএস সাগর এবং মহড়া ‘আইকেইএমই’-তে মরিশাসের নিয়মিত অংশগ্রহণ দুই দেশের সামুদ্রিক অংশীদারিত্বের গভীরতাকেই ভূলে ধরে। এই সহযোগিতার সঙ্গে ভারতের ‘মহাসাগর’— মিউচুয়াল অ্যান্ড হোলিস্টিক অ্যাডভান্সমেন্ট ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ অ্যাক্রস রিজিয়নস’ ভাবনারও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক

উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক দেশগুলির সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধির যে নীতি ভারত গ্রহণ করেছে, মরিশাস তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথনের মরিশাস সফরও তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পারস্পরিক সম্মান, আস্থা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার অভিন্ন অঙ্গীকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভারত-মরিশাস সম্পর্কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই সফর নতুন গতি আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও দুই দেশের এই ঘনিষ্ঠ সামুদ্রিক অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। মরিশাসের ভৌগোলিক অবস্থানও এই সহযোগিতাকে বিশেষ তাৎপর্য দেয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত মরিশাসকে সঙ্গে নিয়ে ভারত সমুদ্রপথের নিরাপত্তা, সামুদ্রিক ক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতনতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার পরিসর আরও বিস্তৃত করতে পারে। ফলে ভারত-মরিশাস সম্পর্ক শক্তিশালী হচ্ছে।

কমিষ্ন্



শমিত

সংবর্ধনা দিন...